# পার্থ জিন্দালের ঘোষণায় হতাশ শালবনির জমিদাতারা

## প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা চাষিদের

শামিম আখতার, শালবনি, ২০ জুলাই: গত তিন বছর আগে জিন্দাল কর্তা সজ্জন জিন্দাল বলেছিলেন শালবনিতে ইস্পাত কারখানা হচ্ছে না কাঁচামালের অভাবে। তাই জমি ফেরত দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কথা বলে তাঁদের বিকল্প শিল্পে নামতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ফলে হতাশ জমিদাতারা আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। বুধবার যেব সজ্জন জিন্দালের পুত্র জিন্দাল সিমেন্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্থ জিন্দাল ঘোষণা করেছেন, দেড়শো একরের বেশি জমি তাঁরা সরকারকে ফেরত দিতে চাইছেন। ফলে উদ্বৃত্ত জমিতে কোনও কারখানা জিন্দালরা করছেন না জেনে ফের হতাশ শালবনির জমিদাতারা। কারণ ২০০৮ সাল থেকে জমি দিয়ে চাকরির অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। এরপর এই ঘোষণাতে স্বভাবতই হতাশ জমিদাতারা। উপায় না পেয়ে সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার কথাই জানালেন তাঁরা।

তবে ফেরত দেওয়া এই জমিগুলি সরকারের খাস জমি হবে নাকি চাষিদের কাছ থেকে নেওয়া জমি তা পরিষ্কার ভাবে এখনও জানায়নি জিন্দাল গোষ্ঠী। তা হলেও ক্ষোভ শুরু হয়েছে জমিদাতাদের। জমিদাতা সংগঠনের সম্পাদক পরিষ্কার মহান্ত জানান, 'জমি ফেরত হলে সকলেরই দিতে হবে। কারণ একজন জমি দিয়ে চাকরি পাবে,বাকিরা এতদিনের পতিত জমিটা নিয়ে

*শালবনিতে জিন্দালদের কারখানা। বৃহস্পতিবার।*

বসে থাকবে, তা হতে পারে না। আমাদের এখনও এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এমন হলে আমরা সরকারের সঙ্গে কথা বলবো। ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই।'

২০০৭ সাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জামবেদিয়াতে ইস্পাত কারখানা করার জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু করেছিল তৎকালীন বাম সরকার। প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি অধিগ্রহণও করা হয় যার মধ্যে সাড়ে চারশো কৃষকের কাছ থেকেও রায়ত জমি কিনতে হয়েছে। এই জমি নিয়ে জিন্দাল কোম্পানি ঘোষণা করেছিল ২০১২-র মধ্যে কারখানা তৈরি করে জমিদাতাদের মূল্য এখনি মিটিয়ে দেওয়া হবে। এরপর কারখানা হলে সমপরিমাণ শেয়ার ও জমিদাতা পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু কথা রাখেনি জিন্দাল। বরং জমি ফেলে রেখে ২০১৪ সালে সজ্জন জিন্দাল ঘোষণা করেন, কাঁচামালের অভাবে ইস্পাত কারখানা হচ্ছে না। তাই জমি ফেরত দিতে চায় জিন্দাল গোষ্ঠী। এরপরই জমিদাতারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ৮ বছর ধরে জমি দিয়ে যে চাকরির অপেক্ষা করেছিলেন তা তাঁদের দিতেই হবে বলে দাবি করেন জিন্দালের কাছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করে সেই জটিল পরিস্থিতির সমাধানও করেন। জিন্দালের সঙ্গে কথা বলে সিমেন্ট কারখানা শুরু করান। গত দু'সপ্তাহ আগেই জিন্দালের সেই সিমেন্ট উৎপাদন শুরুও হয়েছে। তাতেই আশার আলো দেখতে শুরু করেছিল জমিদাতারা। কারণ ইতিমধ্যেই সাড়ে চারশোর মধ্যে দু'শোর বেশি জমি দাতা সিমেন্ট কারখানাতে কাজ পেয়েছিলেন। এরই মাঝে জিন্দাল সিমেন্টের কর্ণধার পার্থ জিন্দাল বুধবার কলকাতায় জানিয়ে দেন ১৫০০ একর জমি রেখে একর জমি ফেরত দেবেন। সেখানে রাজ্য সরকার অন্য শিল্পও করতে পারেন।

এই বিষয়ে শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ বলেন, 'এমন কথা ছিল না, কয়েকদিন আগেও পার্থ জিন্দালের সঙ্গে কথা হয়েছে তখনও এমন বলেননি। তবে ইতিমধ্যে দু'শোর বেশি জমিদাতা চাকরি পেয়েছেন সিমেন্ট প্ল্যান্টে। বাকিদের নিয়েও সমস্যা আমরা হতে দেব না। আমরা কথা বলবো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তার ওপরে ভরসা রয়েছে আমাদের।'